গ্রাম এবং শহর

লেখক—শ্রী সান্তারাম বৎস

অনুবাদিকা—শ্রীমতী সাবিত্রী দাস গুপ্তা

শ্যামাপ্রসাদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

লোদী এস্টেট—নিউ দিল্লী।

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

নইসড়ক—দিল্লী।

সর্ব্বাধিকার সুরক্ষিত
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস,
নই সড়ক, দিল্লী।

মুদ্রক
শ্রীঅমলকুমার বসু,
ইণ্ডিয়ান প্রেস, (প্রাঃ) লিমিটেড,
বারাণসী।

বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	তোমরা জান	১
২।	আমাদের গৃহ	৭
৩।	আমাদের প্রয়োজনে জল	১২
৪।	গ্রামের দিকে	১৯
৫।	রামু কিষানের সহিত অশোক এবং কমলার সাক্ষাৎকার	২৩
৬।	অবসর সময়ে বাগান করা	৩১
৭।	সমাজ সেবক	৩৭
৮।	বাজার	৪৪
৯।	ডাক চিঠির কাহিনী	৫০
১০।	ছাত্র সংবাদ	৫৩
১১।	ভ্রমণ	৫৬
১২।	দুর্ঘটনা এড়াইবার উপায়	৫৯
১৩।	গ্রাম ও শহর	৬৩
১৪।	হাজার বৎসর পূর্ব্বে...	৬৫

তোমরা জান

(প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম হইতে পুনঃ উদ্ধৃতি)

আমরা গৃহে বাস করি। রৌদ্র, ঝড়, বৃষ্টি এবং শীতের প্রকোপ এবং জন্তু জানোয়ারের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য গৃহে বাস করি। গৃহে সর্ব্বপ্রকার আরামের ব্যবস্থা আছে।

গৃহে, বাবা, মা, ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহের কাজ করেন এবং কেহ বা বাহিরে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। একই পরিবারস্থ লোকজন পরস্পারের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করে।

দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য আমাদের নানা জিনিষের প্রয়োজন হয়। সব জিনিসই আমরা ঘরে প্রস্তুত করিতে পারিনা। তাই, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য আমাদের অনেক সময় অন্য লোকদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

আজ হইতে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা নামমাত্র ছিল। লোকে তখন কাপড় চোপড় ব্যবহার করিত না। গাছের ফলমূল এবং জন্তু জানোয়ারের কাঁচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। তখন তাহারা না জানিত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে, না জানিত আগুনের ব্যবহার। যখন তাহারা আগুনের ব্যবহার শিখিল, তখন মাংস আগুনে পোড়াইয়া খাইত। দেহ আবৃত করিবার জন্য গাছের বাকল পরিধান করিত।

ধীরে ধীরে তাহারা কৃষির কাজ শিখিল। ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে তাহারা বাস করিতে শুরু করিল। গৃহ পালিত পশুদের নানা কাজে লাগাইল। তাহাদের দুধ হইতে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ও এইসকল গৃহপালিত পশুদের বোঝা বহনের কাজেও ব্যবহার করিতে লাগিল। পরিধানের বস্ত্র তৈয়ার করিতে শিখিল।

আজকাল আমাদের নানাবিধ চাহিদার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষকেরা শস্য শাক-সব্জি উৎপন্ন করিয়া আমাদের

খাদ্যের ব্যবস্থা করে। তাঁতি আমাদের বস্ত্র বুনিয়া দেয়।

গোয়ালা দুধ দেয়। মিস্ত্রী এবং ছুতোর আমাদের ঘর তৈয়ারী করে। ধোপা কাপড়, মেথর নালা-নর্দমা পরিষ্কার করিয়া, কুমোর বাসনপত্র তৈয়ারী করিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটাইয়া থাকে।

কোন না কোন ভাবে অন্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা একমুহূর্ত্ত চলিতে পারি না। যেমন পরিবারস্থ লোকজন একে অন্যের সহায়তা বিনা চলিতে পারে না। তেমনি সমাজ বা গোষ্ঠি বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদের পরস্পারের সহায়তা ছাড়া চলিতে পারে না। স্কুলের ছেলে মেয়েরা মিলিয়া মিশিয়া খেলাধুলা বা পড়াশুনা করে। স্কুলের ছাত্রাবস্থা হইতে

আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত লোকে পরের সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না। শুধু যে মানুষ মানুষকে সাহায্য করে, এমন নহে। গৃহপালিত পশুও মানুষের নানা উপ-

কারে আসে। ঘোড়া টাঙ্গা টানিয়া, বলদ গাড়ী টানিয়া, গরু, মহিষ দুধ দিয়া, আমাদের অশেষ উপকার করে। বলদ কৃষকদের ক্ষেতে হাল চালাইতে ও কুয়ো হইতে জল তুলিতে প্রভৃত সুবিধা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কুকুর গৃহে পাহারা দিয়া এবং ছাগল, উট দুধ দিয়া আমাদের কাজে সহায়তা করে।

পশুরা আমাদের কথা বুঝিতে পারে। যদি ও তাহারা

আমাদের মত কথা বলিতে পারে না। যাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা না হয়, আমাদের সেই-দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। উহাদের যত্ন করিলে উহারাও আমাদের অনেক উপকারে আসিবে।

গৃহপালিত পশু ভিন্ন জঙ্গলে অনেক হিংস্র জন্তু জানোয়ার বাস করে। যেমন, বাঘ, সিংহ চিতা নেকড়ে বাঘ

ইত্যাদি। এ সকল পশুদের চিড়িয়াখানায় অথবা সার্কাস পার্টিতে দেখা যায়।

তোমরা এতক্ষণ ঘর-বাড়ী, স্কুল, জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছ।

এখন ঘর সম্বন্ধে কৃষক, সমাজ সেবক, যানবাহন ও তাহার নিয়ম কানুন সম্বন্ধে বলিব। সে সম্বন্ধে সবকিছু বলিব।

গ্রাম ও শহর কি ভাবে পরস্পরের সাহায্যে আসিতেছে তাহাও বলিব।

অনুশীলনী

১। ঘর আমাদের কোন প্রয়োজনে আসে ?

২। হাজার বৎসর পূর্ব্বে—লোকে কি ভাবে বাস করিত ?

৩। আমাদের বিদ্যালয়কে প্রিয় জ্ঞানে দেখা উচিত।

৪। গৃহপালিত পশুগুলির নাম কর।

৫। পশুরা আমাদের কি কি প্রয়োজনে আসে ?

১—আমাদের গৃহ

বাবা—অশোক, এই নতুন বাড়ী তোমার পছন্দ হয়েছে তো ? কমলা, তোমারই বা কেমন লাগিতেছে ?

অশোক—বাবা, এই নূতন বাসাটি খুব ভাল লাগিতেছে। এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষই আছে।

কমলা—হ্যাঁ, বাবা। আরাম পাওয়ার জন্য যা যা দরকার সবই এখানে পাওয়া যাইবে। রান্নাঘর, স্নানেরঘর, ও পায়খানাতেও জলের কল আছে। এখানে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে অন্ধকারে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

অশোক—পাখার নীচে বসিলে এমন কি দুপুর বেলাও গরম লাগে না। রেডিওর মারফৎ বাচ্চাদের জন্য কেমন সুন্দর কথা ও কাহিনী প্রচারিত হয়। গান, কবিতা, কাহিনীও প্রহসন উহার মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

কমলা—বাবা, এই নূতন বাড়ীতে জানলা এবং গবাক্ষ আছে অনেক—তাই বাইরে হইতে প্রচুর আলো আসিতে পারে।

অশোক—এখানে আমাদের জন্য একটি আলাদা পড়ার ঘর আছে। এই ব্যবস্থায় আমরা সবচেয়ে বেশী খুসী হইয়াছি। বই রাখার আলমারীটিও খুব সুন্দর।

বাবা—আচ্ছা, এবার আমি তোমাদের একটি কথা বলিব। মনোযোগ দিয়া শুনিও এবং কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিও। আমাদের এই বাড়ীটি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। কমলা, তুমি তোমার মাকে ঘর পরিষ্কার রাখিতে সাহায্য করিবে। যত নোংরা কাগজ, ধুলো বালি ইত্যাদি জমিবে সব একত্র করিয়া "ডাস্টবিনে" ফেলিয়া দিও। বাড়ীর আশে পাশে নর্দমা আছে, তাহা পরিষ্কার রাখা দরকার। ঘরের দেওয়ালে কখনও কালির ছোপ ও চুনের দাগ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।

কমলা—আপনি বলিয়াছিলেন, সুন্দর সুন্দর ফটো দিয়া ঘর সাজাইবেন। দেওয়াল ছবি ও অন্যান্য সাজানোর জিনিষ গুলি কবে আনিবেন ?

বাবা—একদিন চাঁদনী চক যাইব ! ওখানে এ সমস্ত ঘর সাজানোর জিনিষ খুব সস্তায় পাওয়া যায়।

অশোক — আপনি বলেন যে আমাদের গ্রামেও একটি বাড়ী আছে। সেটিও কি এত বড় ?

বাবা—না। শহর এবং গ্রামের মধ্যে অনেক পার্থক্য! গাঁয়ের বাড়ী—পাকা নয়। গাঁয়ের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো বা জলের কল নাই। বাড়ী করিবার নকসা দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

আজ হইতে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা গাছের উপর বাস করিত। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড,

তাপে, বর্ষার জলে, এবং শীতের হাড় কাঁপুনী ঠাণ্ডায় তাহারা বড়ই কষ্ট পাইত। জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই মুস্কিল ছিল।

কিছু কাল পর, তাহারা গুহাতে বাস করিতে সুরু করে, ধীরে ধীরে তাহারা পশুর চামড়ায় তৈয়ারী তাঁবুতে বাস করিতে আরম্ভ করে তাঁবু হইতে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে এবং কুঁড়ে ঘর হইতে বড় অট্টালিকায় বাস করিতে সুরু করে।

জঙ্গলের লোকেরা ঘর বানাইয়া থাকিত আর আজও লোকে ঘরে বাস করে। আকাশ-পাতাল তফাৎ কারণ ঘর বানানোর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বদল হইয়া গিয়াছে। আজ কাল এমন ঘর হইয়াছে, যা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভবিষ্যতে আরও আরামদায়ক বাসস্থান নির্ম্মিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত সার —

জঙ্গলের ঘরের প্রয়োজন—আজও যেমন লোকে ঘরে বাস করে, পূর্ব্বেও তাহাই করিত।

ঘর আমাদের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত হইতে রক্ষা করে।

মানুষ নিজের ঘর সুন্দর ও আরামদায়ক করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট।

শিক্ষনীয়—

আমাদের ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। ফুলের বাগান এবং ফটো দিয়া আমাদের ঘর সাজানো—উচিত।

আমাদের প্রয়োজনে জল

(প্রয়োজনীয় জল কি করিয়া পাওয়া যায়)

বাবা—কমলা, তোমার মাকে বলিও যে রাত্রে যেন প্রচুর জল ভরিয়া রাখেন। আগামীকাল হয়তো জল পাওয়া যাইবে না।

অশোক ও কমলা—আপনি কি করিয়া জানিলেন যে জল বন্ধ থাকিবে ?

বাবা—খবরের কাগজে লিখিয়াছে যে আজ কাশ্মীর গেট এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ থাকিবে।

অশোক—বাবা, কেন জল বন্ধ থাকিবে ? কে বন্ধ রাখিবে ?

বাবা—ভাল প্রশ্ন করিয়াছ। আজ আমি তোমাদের কলের জলের বিষয়টি বিশদভাবে বলিব। তোমরা জান যে আমাদের জলের কলটি রাস্তার ধারে একটি পাইপের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই গলির পাইপ হইতে আমাদের পাড়ার বাড়ীগুলিতে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই পাইপটি একটি বৃহৎ পাইপের সঙ্গে যুক্ত—সেই বড় পাইপটি আবার

জলের ট্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত। এই ট্যাঙ্কগুলি হইতে শহরের নানাস্থানে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। তুমি প্রশ্ন করিতে পার যে এই জল কোথা হইতে আসে ?

যমুনার উত্তর দিকে ওয়াজীরাবাদ বলিয়া একটি জায়গা আছে। বড় বড় পাম্প দিয়া সেই জল তুলিয়া ওখানে

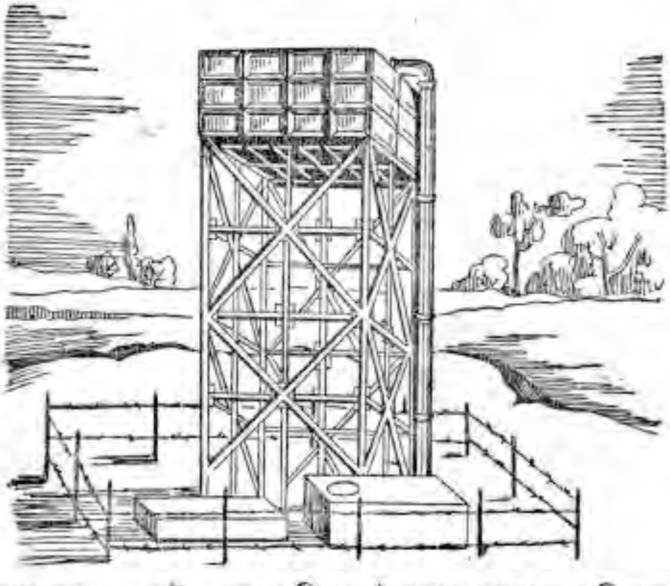

রাখা হয়। সেই জল বালি ও কাঁকরের সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়। সেখান হইতে বড় বড় পাইপের সাহায্যে জল চন্দ্রাবল-১ নামক জায়গায় প্রেরিত হয়। সেইস্থান কে "জলাশয়" বলা হয়। সেখানেও জল বালি ও কাঁকর

দিয়া পরিষ্কার করা হয়। তারপর, "ক্লোরিন" নামক বীজাণু নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জল পানীয় যোগ্য করা হয়। সেখান হইতে জল শহরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। জলের ট্যাঙ্ক-গুলি উঁচু জায়গায় রাখার কারণ এই যে জলের চাপ খুব বেশী হয়। জলের চাপ যত বেশী হইবে দোতালা বা তিনতলায় জল সরবরাহের তত সুবিধা।

কমলা—বাবা, আপনি তো বলেন নাই যে যমুনার জল কোথা হইতে আসে?

বাবা—তুমি ভাল প্রশ্ন করিয়াছ। ইহা তোমরা জান যে পাহাড় হইতে নদীর উৎপত্তি। হিমালয় পর্ব্বত হইতে যমুনার উৎপত্তি। হিমালয় সর্ব্বদা তুষারাবৃত। এই বরফ গলিয়া গিয়া জলধারার সৃষ্টি করে। ছোট ছোট জলধারা বা ঝরণা একত্র হইয়া নদীর সৃষ্টি করে।

কোন কোন নদী পাহাড়ের গুহা হইতে নির্গত হয়। এখন কথা হইল এই বরফ কোথা হইতে আসে? পাহাড়ের উপর মেঘ জমিলে, ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে বরফে পরিণত হয়। সেই বরফ গলা জলই নদীর সৃষ্টি করে। এই নদীর জল শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেখানে খাল কাটিয়া জল সিঞ্চনের সুবিধা নাই, সেখানে টিউবওয়েলের সাহায্যে জল সিঞ্চন হয়।

এই জল ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব নয়। তাই জলের আর এক নাম প্রাণ। গ্রীষ্মকালে পিপাসায় যখন বুকের ছাতি ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন জল না

পাইলে যে কি অবস্থা হয়, তা তোমাদের সকলের জানা আছে। মানুষ খাদ্য বিনা তো কিছুদিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু জল ছাড়া এক দণ্ডও বাঁচিতে পারে না। জল ছাড়া ফসল হইবে না। ফসল না হইলে অনাহারে থাকিতে হইবে। মিষ্টি ফল পাওয়া সম্ভব হইবে না। পশু না

বাঁচিলে কোথা হইতে দুধ, ঘি, সর, মাখন পাওয়া যাইবে? জল থাকিলে সব রক্ষা—না হইলে অন্ধকার!

জল এত মূল্যবান যে উহা কখনই অযথা অপব্যয় করা উচিত নয়। যেইমাত্র জল নেওয়া শেষ হইবে, তখনি জলের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অপরিষ্কার জল

কখনও খাইও না। কুয়ো, খাল বা নালার পাশে অপরিষ্কার দ্রব্য রাখা উচিত নয়।

একবার গান্ধিজী একটি গ্রামে যান। সেখানে একটি পুকুরে, গাঁয়ের লোক স্নান করিত, কাপড় ধুইত, মলমূত্র ত্যাগ করিত, আবার সেই পুকুরের জলপানের জন্য ব্যবহার করিত।

গান্ধিজী ভাবিলেন যে গাঁয়ের লোক অত্যন্ত অলস ও বুদ্ধিহীন। পুকুরের জল কি ভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত, তাহা গাঁয়ের লোকেদের জানা উচিত। তখন তিনি নিজেই কোদাল লইয়া পুকুরের জল পরিষ্কার করিতে সুরু করিলেন। গাঁয়ের লোক গান্ধিজীকে চিনিতে পারিয়া, নিজেদের অলসতার জন্য লজ্জিত বোধ করিল। তাহারাও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া অল্প সময়ের মধ্যে পুকুর পরিষ্কার করিয়া ফেলিল।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত সার—

(১) জল ছাড়া মানুষ, পশু, পক্ষী ও গাছপালা কিছুই বাঁচিতে পারে না।

(২) জলের তিন রূপ—বাষ্প, বরফ এবং জল।

(৩) নদী, কুয়া, ঝিল এবং পুকুর হইতে জল পাই।

শিক্ষণীয়—

পানীয় জল যেন অযথা নষ্ট না হয়। কলের জলের মুখ খুলিয়া রাখা অনুচিত। জলাশয়ের আশে পাশে নোংরা রাখা অনুচিত।

গ্রামের দিকে

বাবা—অশোক, চল আজ তোমাদের যমুনার তীরে অবস্থিত সাহ্‌দারার নিকটস্থ সেলিমপুর গ্রাম দেখাইয়া আনি।

[অশোক এবং কমলাকে লইয়া বাবা সেলিমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

বাবা—দেখ, এখানকার জমি কেমন সমতল। কৃষকের পক্ষে এখানে চাষ করা সম্ভব। যে জমি উঁচু নিচু সেখানে কৃষিকার্য্য করা কঠিন। সেই জমিতে ঘাস জন্মিয়া থাকে। একে চরণক্ষেত্র বলে কারণ এখানে পশুরা চরিয়া বেড়ায়। সামনেই দেখ আমাদের বাগান ও বাগিচা—সেখানে কেমন সুন্দর ফুল ও ফল হইয়াছে।

যে জমি উঁচু নিচু, এবড়ো খেবড়ো—এবং পাথুরে তাহাকে পাহাড়ী অঞ্চল বলে। সেই অঞ্চল ঝোপঝাড় এবং ঘাসে পূর্ণ থাকে। কোথাও আবার গভীর বন—বড় বড় গাছের সারি। এই গাছ কাটিয়া, উহার কাঠ হইতে চেয়ার টেবিল ও অন্যান্য আসবাব পত্র তৈয়ারী হয়। এই পাহাড়ী জঙ্গলে বন্য পশুদের বাসস্থান।

কমলা—গত গ্রীষ্ম-কালে রমেশ ও তাহার বাবা, মা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিল—কেন বলিতে পারেন ?

বাবা—গরমকালে পাহাড়ী অঞ্চল ঠাণ্ডা থাকে, বরফ জমিয়া পাহাড়ের আশে পাশের এলাকা ঠাণ্ডা রাখে, তারপর উন্মুক্ত পাহাড়ের দৃশ্য অতি মনোরম। এইজন্য গ্রীষ্মকালে লোকে শৈল নিবাসে ভ্রমণ করিতে যায়।

অশোক—আপনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের দেশের একজন

মহান ব্যক্তি পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি কে?

বাবা—তিনি স্বনামধন্য তেনজিং। তিনি এভারেষ্ট নামক সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শীর্ষে উঠিয়াছিলেন। এ অত্যন্ত বাহাদুরীর কাজ।

পাহাড়ের গায়ে যে পাথর পাওয়া যায় তাহা আমাদের ঘরবাড়ী তৈয়ারী করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পাহাড়ী অঞ্চল খনিজ সম্পদে পূর্ণ। সেই সকল অঞ্চল আবিষ্কার করিয়া প্রচুর খনিজ সম্পদ উদ্ধার করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, সমতলভূমি, পাহাড়ী অঞ্চল এবং ঘন বন সবই আমাদের কাজে আসে। সমতলক্ষেত্রে ফসল হয়, বন হইতে কাঠ পাওয়া যায়। পাহাড়ী অঞ্চলে নানারূপ মিষ্টফল পাওয়া যায়। পাহাড়ী অঞ্চল আমাদের জন্য ফসল দেয় না বটে, কিন্তু ঘর বাড়ী ও রাস্তা তৈয়ারী করার জন্য যে কাঁকর ও পাথর দরকার হয়, তাহা সরবরাহ করিয়া থাকে। তদুপরি, পর্ব্বত জল বিভাজিকা ও নদীর উৎপত্তিস্থল। হিমালয় পর্ব্বত ভারতের উত্তরে থাকায়

সুমেরু তুহিন শীতল হাওয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

সংক্ষিপ্ত সার—

১। ধরণীর সর্ব্বত্র একই রকমের নয়। কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তর, কোথাও পাহাড়। কোথাও গভীর বন— কোথাও বা সুদূর পাহাড়ী অঞ্চল।

২। প্রান্তর, নদীর উপত্যকা এবং পাহাড়ের ঢালু অংশ উর্ব্বর হয়। সেখানে শস্য, শাক সব্জি এবং তরি-তরকারী উৎপন্ন হয়।

৩। ঘন বন হইতে গাছ কাটিয়া কাঠ হয়। পাহাড়ের পাথর এবং কাঁকর বাড়ী এবং রাস্তা বানাইতে সাহায্য করে। আর উঁচুনীচু জায়গায় ঘাস হয়, পশুরা সেখানে চরিয়া বেড়ায়।

প্রশ্নসূচী—

১। এক জায়গা হইতে অন্য জায়গার যে তফাৎ তাহা বিশদ ভাবে লিখ।

২। পাহাড়ের আশেপাশের দৃশ্য এত সুন্দর কেন ?

৩। জঙ্গলের গাছ হইতে কি কি উপকার হয় ?

৪। পর্ব্বত আমাদের কি কি উপকারে আসে ?

রামু কৃষাণের সহিত অশোক এবং কমলার সাক্ষাৎকার।

বাসে করিয়া বাবার সঙ্গে অশোক এবং কমলা সেলিমপুর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল।

বাবা—ঐ দেখ অদূরে মন্দির দেখা যাইতেছে। গাঁয়ের লোক সকাল সন্ধ্যায় আসিয়া এখানে আরতি দেখে। মন্দির চত্বরে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিয়া থাকে। আর একটু দূরে যে মণ্ডপটি দেখিতেছ, উহা গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভাগৃহ। ওখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নিজেদের মধ্যে যে সব বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে তাহাও মিটাইয়া দেন।

কমলা—বাবা, ঐ যে কতগুলি লোক জমিতে কাজ করিতেছে—তাহারা কে?

বাবা—চল সেখানে যাই। কথাবার্ত্তায় সব জানিতে পারিবে।

[সকলে মিলিয়া কৃষাণের নিকট পৌঁছিলেন]

কৃষক—নমস্কার বাবুজী! কিন্তু আমার এখন সমস্যা এই যে—আপনাদের কোথায় বসিতে বলি। আমরা তো মেজেতেই বসিয়া খাই এবং বিশ্রাম করি। মাঠে বসিলে আপনাদের তো কাপড় চোপড় নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। (অশোক ও কমলা জোড়হাত করিয়া নমস্কার করিল।)

বাবা—কৃষাণ ভাই এ দুটি আমার ছেলে মেয়ে। এরা আপনার কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চায়। আপনার মূল্যবান সময় হইতে কিছু ব্যয় করিয়া উহাদিগকে আপনার কাজ সম্বন্ধে বলুন।

गेहूँ
चना
जौ
बाजरा
मकई
तम्बाकू
गन्ना

কৃষাণ—আমাদের কাজের তো শেষ নাই। সুতরাং সামান্য সময় এই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যয় করিলে এমন কিছু ক্ষতি হইবে না। ছোট খোকা বাবু, বল তোমার কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তার আগে পাশেই আমার বাড়ী সেখান থেকে আপনাদের জন্য দুধ লইয়া আসি। দুধ খাইতে খাইতে কথা বলা যাইবে।

অশোক—আপনি ক্ষেতের কাজ সম্বন্ধে সব বলুন?

কৃষাণ—শোন! আমরা বছরে দুবার ফসল উৎপাদন করি। এই সময়ে গমের বীজ বপন করিয়াছি। এই দিনেই সরিষা, ছোলা, মসুর ও মটর ইত্যাদি বপন করা হয়। এই ফসল এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে পাকিয়া যায়। এই ফসল কাটার পর, আমরা ধান, বাজরা, জোয়ার ও ভুট্টা উৎপন্ন করি। লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, এবং করলা এই সময়ে উৎপন্ন হয়। নানা ফল—যেমন তরমুজ, ফুটি, শশা এবং কাঁকড়ি ইত্যাদি—মার্চ্চ মাসে বপন করা হয়। এ সমস্ত ফল একটু বেলে মাটীতে ভাল হয়। যমুনার মাটি এদের পক্ষে খুব উপযোগী।

আমার কাছে দুটি বলদ আছে, উহারা আমাকে হাল

ও গাড়ী চালাইতে সাহায্য করে। ইহারা কৃষকদের জীবনে খুব প্রয়োজনীয়। আমার কাছে একটি গরু এবং একটি মহিষ আছে। আমরা গরুর দুধ খাই এবং মহিষের দুধ হইতে দই, ঘোল, মাখন এবং ঘি তৈয়ারী করি। কিছু দুধ বেচিয়া সে পয়সা দিয়া নিজেদের দরকারী জিনিষ কিনি। যেমন, তেল, নুন, চিনি ও কাপড়-চোপড় এই পশুর গোবর এবং প্রস্রাব হইতে উৎকৃষ্ট সার উৎপন্ন হয়। এ সার ক্ষেতে ঢালিয়া ভূমি উর্ব্বরা করা হয়। জল সিঞ্চন করিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। আমাদের গরু ও মহিষ যেমন নানা ভাবে উপকার করে। তেমনি আমরা বিনিময়ে এদের আদর যত্ন করি।

এবার আমি কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বলিব। হাল, কোদাল, কাস্তে, কুড়াল আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। হাল দিয়া জমি কর্ষণ করা হয়। কোদাল দিয়া অপ্রয়োজনীয় ঘাস পরিষ্কার করা হয়। কাস্তে দিয়া ফসল কাটা হয়। অনেক কৃষক হাতে হাল চালায়, অনেকেই যারা সামান্য অবস্থাপন্ন তাহারা বলদ দিয়া হাল চালায়।

আর একটি জরুরী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

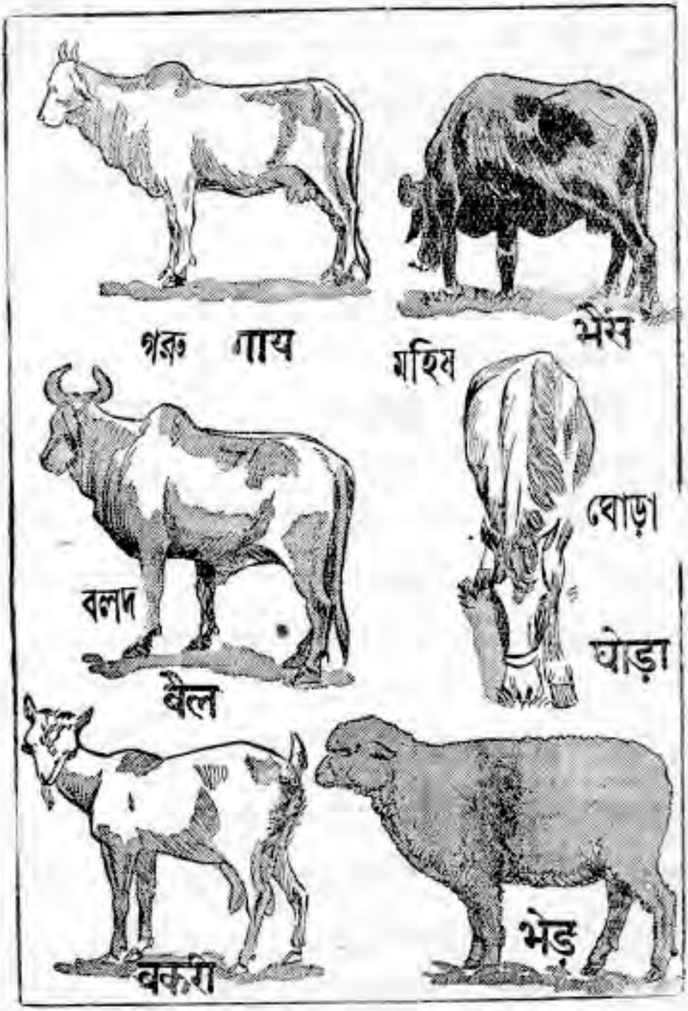

ছাগল ভেড়া

কোন ঋতু কতখানি উপকারী সে সম্বন্ধে বলিব। যে ঋতুতে বৃষ্টি হয় না, সেই সময়টা জমি শুকাইয়া যায়। আবার অতিরিক্ত বর্ষা হইলে বা যমুনার নদীতে বান ডাকিলে জমি জলে ডুবিয়া যায়। তখন কৃষকদের দুরবস্থার সীমা থাকে না।

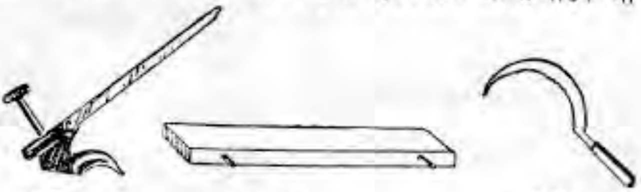

हल | सुहागा | द्रांती

হাল | পাটা | কাস্তে

কোন সময়ে বীজ বপন করা উচিত। কোন জমি কোন শস্যের পক্ষে উপযুক্ত কৃষকেরা ভাল ভাবে জানে। আমি ক্ষেত সম্বন্ধে বলিলাম আপনাদের আরও কিছু প্রশ্ন থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

অশোক—আপনি দিনে কত ঘণ্টা, কাজ করেন?

কৃষাণ—(হাসিয়া) কৃষাণদের খুবই পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে কাজে লাগি—আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাই।

প্রচণ্ড রোদ্দুর, অঘোর বর্ষা, কিংবা হাড় কাঁপানো শীত—সর্ব্ব অবস্থায় ক্ষেতে কাজ করিয়া যাই।

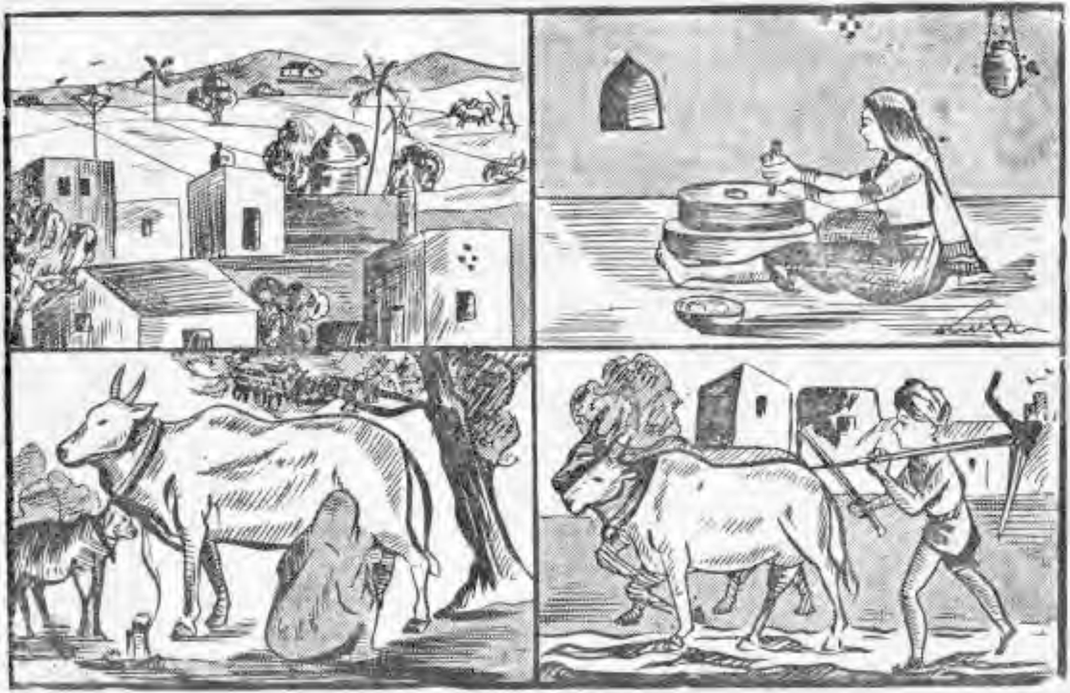

गाँव का जीवन

বাবা—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া আমাদের চাষের বিষয় বলিলেন। আপনার নামটি বলুন তো।

কৃষক—আমাকে সকলেই রামু বলিয়া ডাকে। এ আমার স্ত্রী—ইনি আমাকে ক্ষেতে সাহায্য করেন। আমার বৃদ্ধা মা পশুদের দেখা শোনা করেন। অশোকের মত আমার একটি ছেলে আছে। সে আমাকে জমির কাজে সহায়তা করে।

বাবা—আচ্ছা রামু ভাই, আমরা এবার যাই। আপনি ধন্য। আপনারা আমাদের জন্য শস্য উৎপন্ন করেন। তাই আমরা খাইতে পারি। কৃষকদের অসীম সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত সার—

১। কৃষকেরা আমাদের প্রচুর উপকার করে। তাহারা আমাদের জন্য—শস্য, আনাজ, শাকসব্জি ইত্যাদি উৎপন্ন করে।

২। বলদ হাল এবং গাড়ী চালাইতে সাহায্য করে।

৩। গাই মহিষ দুধ দেয়। সেই দুধ হইতে ঘি, মাখন, দই ও সর তৈয়ারী হয়।

শিক্ষনীয়—

১। যাহারা পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহাদের সম্মান করা উচিত।

২। খাদ্য দ্রব্য বৃথা নষ্ট করা অনুচিত।

প্রশ্ন সূচী—

১। শস্য ও শাকসব্জির বীজ সংগ্রহ করিয়া শিশিতে ভরিয়া রাখ এবং তাহাদের নাম লিখ।

২। আজকাল কৃষকেরা হাল ছাড়াও অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে জমি কর্ষণ করিয়া থাকে। তাহার নাম কর।

৩। জমিতে কি কি সার দেওয়া হয়?

৪। রবি শস্য কাহাকে বলে?

৫। কৃষকেরা আমাদের প্রাণ ধারণে প্রভূত সাহায্য করে কেন বলি?

रंग-बिरंगे फूल

অবসর সময়ে বাগান করা

অশোক এবং কমলা—বাবা, বাগানে পয়সার কেনা চারাগাছ লাগাইব না। বরং বীজ বপন করিব। আপনা হইতে গাছ বড় হইবে। বীজের গাছ বেশী শক্তও হয়।

বাবা—খুবই ভাল কথা। অবসর সময়ে বাগান করা বুদ্ধিমানের কাজ। তোমাদের বাগান করার জন্য যাবতীয় জিনিষ কিনিয়া আনিব। তোমরা বাগান করার প্রথম কাজগুলি করিয়া রাখ। আমি বীজ লইয়া আসিব।

অশোক—বাগান করার জন্য কি কি কাজ করা দরকার তাহা বলিয়া দিবেন।

বাবা—আমি বলিয়া দিব। চিন্তা করিও না।

(সেদিন সন্ধ্যাবেলায়)

কমলা—অশোক, বাবা আসিয়াছেন, চল দেখিয়া আসি, উনি কি কি গাছের বীজ লইয়া আসিয়াছেন।

বাবা—তোমরা আসিয়াছ—দেখ, তোমাদের জন্য কি কি বীজ আনিয়াছি। ফুলের কেয়ারীর মাটি সমতল করার

জন্য কোদাল লইয়া আসিয়াছি। অপ্রয়োজনীয় ঘাস উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য কোদালের দরকার।

कुदाल कस्सी खुरपा पानी का फव्वारा

কোদাল খুরপা ঝাঁঝর

প্রথমে মাটি হইতে পাথর দূর করিয়া পরে সার মিলাইয়া দিতে হয়। আর এই যে লেফাফাগুলি দেখিতেছ —ইহাদের মধ্যে ফুলগাছের বীজ আছে। লেফাফার গায়ে বীজগুলির নাম লেখা আছে। ঋতুর কোন সময়ে কোন বীজ বপন করা উচিত, তাহাও লেখা আছে। আমি চারি প্রকারের বীজ লইয়া আসিয়াছি। ফুলের কেয়ারীগুলি চারভাগে বিভক্ত করা দরকার। এক এক ভাগে এক রকমের বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ বপন করার পর লেফাফাগুলি ফেলিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। পাতলা কাঠিতে লেফাফাগুলি ফুঁড়িয়া বীজের নামানুসারে মাটিতে পুতিয়া দিতে হইবে। ইহাতে এই লাভ হইবে যে আমরা বুঝিতে পারিব কোন কেয়ারীতে

কোন ফুলের বীজ লাগান হইয়াছে। অন্যভাবেও অবশ্য সংকেত লিখিয়া রাখা যায়।

কমলা—বাবা এতে গোলাপ গাছের বীজ আছে তো?

বাবা—গোলাপ গাছ কখনও বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না। এরূপ আরও কয়েকটি গাছ আছে যা কিনা বীজ হইতে হয় না।

অশোক—যদি বীজ হইতে না হয়, তবে কি ভাবে হয়?

বাবা—এই সমস্ত গাছ ডাল কাটিয়া কলমের সাহায্যে হয়। গোলাপ গাছের ডাল কাটিয়া কেয়ারী অথবা টবে

পুতিয়া দিতে হয়। তখন শিকড় গজাইয়া গাছ বড় হয়। আলু বীজ হইতে হয় না। আলু কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিতে হয়। তা' হইতে আলু উৎপন্ন হয়।

এবার গাছের খাদ্য সম্বন্ধে বলিব। গাছের জন্য পাঁচ রকমের দ্রব্যের দরকার—মাটি, সার, জল, রোদ্দুর এবং হাওয়া। এর মধ্যে জল, হাওয়া এবং রোদ্দুর তিনটি মানুষেরও দরকার। শুধু মাত্র এই পার্থক্য যে মানুষের জীবনধারণের জন্য শস্য, আনাজ তরিতরকারী ইত্যাদির প্রয়োজন হয় আর গাছের জন্য দরকার হয় সার এবং মাটির।

কমলা—বাবা, আমার জন্য একটি ভাল গোলাপ গাছের ডাল লইয়া আসিবেন। আমার বিশেষ দরকার আপনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর শিশু এবং ফুলের প্রতি অশেষ প্রীতি আছে। উনি গোলাপ ফুল কোটের পকেটে লাগান। ১৪ই নভেম্বর নেহেরুজীর জন্মদিনে "বাল দিবস" প্রতিপালিত হয়—সেদিন আমি নেহেরুজীকে গোলাপ ফুল পাঠাইব।

বাবা—আমি নিশ্চয়ই আনিব। দরজার কাছে সুন্দর

গন্ধযুক্ত ফুলের গাছ লাগাইব। গন্ধে চারিদিক ভরপুর হইয়া যাইবে। ফুলের গাছে বাড়ীর শোভা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি অবসর সময় ভালভাবে কাটে। অবসর সময় কাটাইবার জন্য কেহ ভ্রমণ করে, কেহ ময়দানে খেলে। কেহ ডাক টিকিট সংগ্রহ করে। কেহ চিত্রাঙ্কন করিয়া সময় কাটায়। এভাবে পছন্দমত কাজ করিয়া অবসর সময় কাটানো যায়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্তসার—

১। গাছ—মাটি, সার, জল, রোদ্দুর ও হাওয়াতে বাড়িতে পারে।

২। কোন কোন গাছ ডাল কাটিয়া হয়।

৩। খুরপি ও কোদাল দ্বারা কেয়ারী বানানো হয়, আগাছা উপড়ানো হয়।

৪। বাগান ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

গাছের বীজ কি ভাবে বপন করিতে হয় চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

কোন গাছের বীজ কোন কেয়ারীতে বপন করা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় কি?

অবসর সময় কি কি ভাবে ব্যয় করা যায়? বাগান করা অবসর যাপনের উৎকৃষ্ট পন্থা—তুমি কি তাই মনে কর?

মানুষ কেন ফুল ভালবাসে?

সমাজ সেবক

বাবা—অশোক এবং কমলা, আজ বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। এই ঘরে বসিয়া আলোচনা করি। আমাদের আলোচ্য বিষয়—"সমাজ সেবক"।

ইহা অত্যন্ত খাঁটি কথা যে পৃথিবীতে একব্যক্তি অন্যবক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করে। পরস্পর সহযোগিতার পন্থার উদ্ভব এইভাবে হয়। একত্র থাকার ইচ্ছার উপর সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকে—তাই বিভিন্ন চাহিদার সৃষ্টি হয়।

শিশুদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য শিক্ষকের, রুগীর জন্য ডাক্তারের, চোর ও গুণ্ডাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুলিসের, রাতে পাহারা দিবার জন্য চৌকিদারের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের নানা ভাবে সেবা করেন, আমাদের উচিত তাঁহাদিগকে সম্মান করা।

শিক্ষকেরা ভাষা, গণিত ও সমাজ বিজ্ঞান এবং নীতি বোধ শিখাইয়া থাকেন। যাঁহারা এ সকল শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্মান করা কর্ত্তব্য।

অশোক এবং কমলা—আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী খুব স্নেহের সহিত পড়ান। আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তি করি।

বাবা—শিক্ষক এবং ডাক্তার সমাজের সবচেয়ে বেশী সেবা করেন।

ডাক্তার রুগীর রোগ উপশমের জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যত রাত্রই হোক না কেন, ডাক্তার রুগীর চিকিৎসার জন্য রুগীর বাড়ী যান, ডাক্তারকে সব রকম আরামের লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়। এ যে কত বড় স্বার্থত্যাগ এবং সেবা—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পুলিস সিপাহীও আমাদের জন্য অকুণ্ঠ সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সারারাত জাগিয়া পাহারা দিয়া থাকেন। গুণ্ডাদের ধরিয়া থানায় বন্দী করিয়া রাখেন সমাজ বিরোধীদের কার্য্য কলাপ ব্যাহত করেন।

अध्यापक
डाक्टर
सिपाही
बसकंडक्टर
आगबुझानेवाला

রাস্তার মোড়ে যে সকল সিপাহী দাঁড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ভাবে দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা করেন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সকল সময় তাঁহারা অকাতরে আমাদের সেবা করিয়া যান।

গ্রামে সিপাহীদের কাজ চৌকিদারেরা করে। এরাও খুব কর্ত্তব্যশীল।

গ্রাম সেবকরা গাঁয়ের লোকদের আপদে বিপদে সাহায্য করে। কি ভাবে শস্যের উৎপাদন হার বাড়ানো যায়, আধুনিক সার ব্যবহার করা ও বীজ বপনের কাজে কৃষাণদের শিক্ষা দিয়া থাকে। গাঁয়ের পুকুর ও কুয়ো পরিষ্কার রাখিতে,

মহামারীর প্রতিষেধক ইঞ্জেক্সন দিতে গাঁয়ের লোকদের সাহায্য করে। ছোট ঘাট সমস্যার মীমাংসা করিয়া থাকে।

এবার বাস কনডাক্টারদের উপকারিতার কথা বলিব। দিল্লীর এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে হইলে

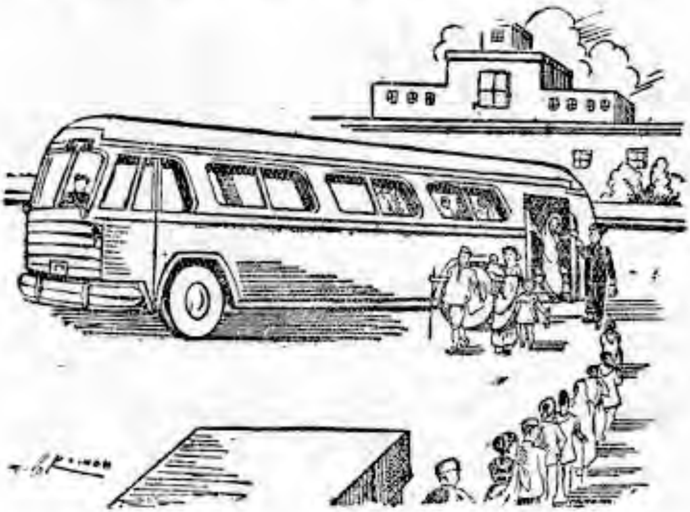

বাসে যাতায়াত করিতে হয়। এই ভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক বাসে যাতায়াত করে। বাস কনডাক্টার যাত্রীদের কাছে ভাড়ার পরিবর্তে টিকিট দেন। তাহার দায়িত্ব ও অনেক। যাহাতে কেহ চলতি বাসে উঠিতে বা নামিতে না পারে, বা পাদানে না দাঁড়ায় সেই দিকে নজর

রাখিতে হয়। যাহাতে কেহ বাসের ভিতর ধুমপান করিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। এতগুলি দায়িত্ব বহন করার মত ধৈর্য্য থাকা দরকার।

আগুন লাগিলে যে বিপত্তির উদ্ভব হয় তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফায়ার ব্রিগেডের কর্ম্মীরা পাশে আসিয়া দাঁড়ান। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই, তাঁহারা লাল রংয়ের গাড়ী লইয়া সত্বর ঘটনাস্থলে রওনা হইয়া থাকেন। যাওয়ার সময় অন্য কোন যানবাহন যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটাইতে পারে, সে জন্য একটি ঘণ্টা সর্ব্বদাই বাজানো হয়। পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য এই সতর্কীকরণ হইয়া থাকে। আগুন নিভাইবার গাড়ীতে একটি করিয়া সুউচ্চ মই থাকে। দোতালা, তিন তলায় আগুন লাগিলে এই মইয়ের সাহায্য লওয়া হয়। নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহারা আগুন নিভাইয়া আমাদের ধন ও প্রাণ রক্ষা করেন।

এ সকল সমাজসেবীদের যতই সম্মান করি না কেন তাহাদের সেবার তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ!

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত সার—

শিক্ষক, ডাক্তার, পুলিস সিপাহী, চৌকীদার, গ্রামসেবক বাস কনডাকটার আর আগুন নিভাইবার কর্ম্মীরা আমাদের অকুণ্ঠ সেবা করেন।

এদের সম্মান করা উচিত।

শিক্ষক ছোট ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ছাত্রীদের চরিত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করেন। পুলিস সিপাহী রাস্তায় যান বাহন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিয়া দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা করেন। নানারূপ সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের হাজত-বাসের ব্যবস্থা করিয়া, চুরি, ডাকাতি কিংবা রাহাজানি বন্ধ করে থাকেন।

ফায়ার ব্রিগেড কর্ম্মীরা আগুন নিভাইয়া আমাদের ধন প্রাণ রক্ষা করেন। অনেক সময় সুউচ্চ স্থানে কেহ আটক পড়িয়া গেলে এই—ফায়ার ব্রিগেড কর্ম্মীরা তাহাকে দুরতিক্রম্য স্থান হইতে উদ্ধার করেন।

পুলিস শহর সংরক্ষণের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। তদুপরি গ্রামের অসংখ্য সেবা কর্ম্মীরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেন। মহামারী, গঙ্গাস্নান বা মেলায় ইঁহাদের সেবা অতুলনীয়।

বাস কনডাক্টরাও আমাদের যাত্রার পথ সুগম করিয়া সাহায্য করেন।

প্রশ্ন সূচী—

১। শিক্ষকেরা আমাদের কি ভাবে উপকারে আসেন।

২। অন্যান্য সেবা কর্ম্মীদের নাম বল।

৩। ফায়ার ব্রিগেড কর্ম্মীরা আমাদের জন্য কি কি উপকার করেন ?

বাজার

(যেখানে জিনিষ পত্রাদি কিনিয়া থাকি)

আমরা বাজার হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া থাকি। একটি দ্রব্যের মারফৎ তোমাদের ক্রয় বিক্রয়ের প্রশ্নটি বুঝাইয়া দিব।

কার্পাস উৎপাদনকারী কৃষক বাজারে আসিয়া বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে কার্পাস বিক্রয় করে। তাহারা কাপড় প্রস্তুতকারী কারখানার মালিকদের কাছে বিক্রয় করে। এরূপ কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ ক'রে। সেখানে হাজার গজ কাপড় প্রতিদিন তৈয়ারী হয়। কাপড় কলের মালিকরা তাহাদের প্রস্তুত কাপড় বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে এবং তাহারা আবার খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে। এসকল খুচরা বিক্রেতাকারীদের নিকট হইতে আমাদের দরকারী কাপড় কিনিয়া থাকি। কাপড় লইয়া দর্জ্জির কাছে যাই। দর্জ্জিরা আমাদের জন্য মেশিনে বস্ত্র সেলাই করে। সে মেশিন বড় বড় কারখানায় তৈয়ারী হয়।

এই ভাবে আমাদের যা কিছু প্রয়োজনীয়, সব কিছু দোকানদার হইতে ক্রয় করি। টাকা পয়সার বিনিময়ে আমরা জিনিষ কিনিতে পারি।

যখন টাকা পয়সার প্রথা ছিল না তখন লোকে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজেরাই বানাইয়া লইত। কিন্তু সর্ব্ব

প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য একটি লোকের পক্ষে প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব নহে।

যখন লোকেরা বুঝিল সমাজে স্বয়ং সম্পূর্ণতা সম্ভব নহে, তখন এক একজন এক এক ধরনের কাজের ভার লইল।

যে ভাল ঘর বানাইত, তাহাকে ঘরামির কাজ, যে ভাল চাষ করিত তাহাকে কৃষির কাজ, যে ভাল কাপড় বুনিতে পারিত, তাহাকে তাঁতের কাজ এবং যে ভাল পশু পালন করিতে পারিত, তাহাকে রাখালের কাজ দেওয়া হইত।

তখন টাকা পয়সার চল ছিল না। তাই তাঁতি তাহার বোনানো কাপড়ের বিনিময়ে কৃষকের কাছ হইতে শস্য আদায় করিত। কৃষকও

তাহার শস্যের বিনিময়ে তাঁতির নিকট হইতে কাপড় পাইত। ইহাকে "বিনিময় প্রথা" বলে। এই প্রথাকে চালু রাখার জন্য মধ্যবর্ত্তী একদল ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হইল, যাহাদের কাজ

হইল এইরূপ দ্রব্যবিনিময়ের সহজ ব্যবস্থা করা। ধীরে ধীরে "বাজারের"—উৎপত্তি হইল।

শহরে অনেক জায়গায় বাজার আছে। কিন্তু গ্রামে বাজার নাই। তবে দু-চারজন দোকানদার প্রয়োজনীয়

জিনিষ পত্রাদি বিক্রয় করে। গ্রামে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। গ্রামের লোক তাহাদের সপ্তাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সেই হাট হইতে কিনিয়া লয়। শহরের বাজারগুলি রোজই অধিক সময় পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

গাঁয়ে অবশ্য ছমাস কি এক বছরে একবার করিয়া মেলা বসে। মেলায় সব রকম জিনিষ বিক্রয় হয়। আর শহরে সারা বছরই কোন না কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। সেই সব প্রদর্শনীতে দেশের নানা স্থান হইতে বড় বড় ব্যবসাদার জমায়েত হয় এবং তাহাদের সেরা জিনিষগুলি বিক্রয় করে।

সেই সব প্রদর্শনীতে দেশের নানাস্থান হইতে দর্শক আসে। তাহারা পছন্দমত জিনিষ কিনিয়া তৃপ্তি লাভ করে। এই সকল প্রদর্শনীর মাধ্যমে হাতের জিনিযের প্রচলন বৃদ্ধি পায়

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্তসার—

আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজেরা বানাইয়া লইতে পারিনা। আমাদের যা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা বিভিন্ন লোকে—বানায়।

আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিনি।

আমাদের প্রয়োজনের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে।

শিক্ষনীয়—

আমাদের ভাল এবং সস্তা জিনিষ কেনা উচিত।

অযথা জিনিষের উপর পয়সা ব্যয় করা অনুচিত, পয়সা কি করিয়া বাঁচানো সম্ভব—তাহা দেখা উচিত।

ডাক চিঠির কাহিনী

আমাদের বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব দূরে থাকেন। তাহাদের পক্ষে সর্ব্বদা আসিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব নহে। ডাক চিঠির মাধ্যমে তাঁহারা আমাদের কুশল সংবাদ পাইতে পারেন। এই ডাক চিঠি ডাকখানায় পাওয়া যায়।

ডাক চিঠিতে ঠিকানা সহ কুশল খবরাদি লিখিয়া লেটার বক্সে ফেলিয়া দিলে যথাস্থানে সেই চিঠি পৌছিবে।

এই "লেটার বক্সে"র গায়ে চিঠি ফেলিবার সময় লেখা থাকে। নিকটস্থ ডাকখানা হইতে পিওন আসিয়া সেই লেটার বক্সের সব চিঠিগুলি সংগ্রহ করিয়া ডাকখানায় লইয়া আসে। এরূপ ছোট ছোট ডাক-খানা হইতে চিঠিগুলি বড় ডাকখানায় লইয়া আসা হয়। তখন চিঠিগুলির উপর, সন তারিখ, সময় এবং, শহরের নাম সূচক শিল মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। সেই চিঠিগুলি গন্তব্য স্থানানুসারে থলিতে ভরা হয়। সেই থলিগুলি রেলওয়ে ষ্টেশনে

7-50

POST OFFICE
MAIL

FRONTIER

লইয়া যাওয়া হয়। ট্রেন তখন যাত্রী এবং চিঠির থলিগুলি লইয়া গন্তব্য স্থলের দিকে ছুটিয়া চলে।

ছোট ছোট গ্রামে—"মেল মোটরের" ব্যবস্থা নাই, সেখানে ডাক হরকরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে ষ্টেশনে পৌছে এবং গাঁয়ের ডাক আসিলে তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে।

চিঠিগুলি শহরে পৌছিলে পর বিভিন্ন ডাকখানায় পাঠানো হয়। পিওন থলিতে করিয়া চিঠি লইয়া ঘরে ঘরে বিলাইয়া দেয়। কি শীত কি গ্রীষ্ম—সর্ব্ব ঋতুতে পিওন তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। সকলের চিঠি সময় মত পৌছানো তাহার কর্ত্তব্য। ডাকখানা আমাদের কত উপকার করিতেছে। একটি পয়সায় ডাক চিঠি হাজার

মাইল দূরের আত্মীয় স্বজনদের নিকট হইতে কুশল সংবাদ আনিয়া দেয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত সার—

ডাকখানা রেল ও মোটরের সাহায্যে চিঠি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করে, ডাক হরকরা আমাদের অফুরন্ত সেবা করে, ডাকহরকরা চিঠি বিলি করে। পুরোনো কালে হাঁটাপথে ডাকহরকরা দূর দূর গাঁয়ে গিয়া চিঠি বিলি করিয়া আসিত। আজকাল ট্রেন, ষ্টীমার বা উড়োজাহাজে চিঠি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিলির ব্যবস্থা করাহয়। এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় অবশ্য ডাকহরকরা চিঠি থলিতে ভরিয়া বিলি বন্দোবস্ত করিয়া থাকে।

কোন পোষ্টাফিসে গিয়া দেখিয়াছ কি করিয়া চিঠির বিলির ব্যবস্থা হয়। মেইল ব্যাগ বলিতে কি বুঝায়?

পোষ্টাল জোন বলিতে তুমি কি বোঝ?

ছাত্র সংসদ

অশোক—বাবা, আমাদের স্কুলে এ মাসের শেষ শনিবার দিন একটি নাটক অভিনীত হইবে। শিক্ষক আমাকেও অংশ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

আমাদের স্কুলে প্রতি শনিবার ছাত্রসভা হয়। উহাতে ছাত্ররা নানাভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

কেহ কবিতা পাঠ করে, কেহ হাস্য কৌতুকের সাহায্যে শিক্ষক ও ছাত্রদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। বাবা এই

হাস্য কৌতুক বা প্রহসন কোথা হইতে শেখা যায় ?

বাবা—শিশুদের উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকায় বা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়তে কত রকমের কবিতা, কাহিনী, নাটক এবং হাস্যরসাত্মক রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অশোক—আমাদের এই ছাত্র সংসদে নিজেকে ও বিদ্যালয়কে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে, গুরুর বাক্য মান্য করিতে শেখানো হয়। নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

এই ছাত্র সংসদে গান বাজনা, কবিতা পাঠ, নাটক এবং প্রহসনের ব্যবস্থা হয়। এই সংসদে ছাত্ররা নিজেদের ক্রীড়া কার্য্যক্রম স্থির করিয়া থাকে।

এই সংসদে ছাত্রদের মধ্য হইতে একজন প্রধান সচিব এবং বিভিন্ন বিভাগে, যেমন, ক্রীড়া, সাহিত্য, সমাজ সেবা ইত্যাদি একজন করিয়া সচিব নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। একটি কার্য্য নির্ব্বাচক সমিতি গঠিত হয়। তাহারা কার্য্যক্রম ঠিক করে এবং ছাত্রদের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহা জানাইয়া দেয়।

অনুশীলনী

ছাত্র সংসদ ছাত্র প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। ইহার প্রধান সচিব এবং অন্যান্য সচিবদের ছাত্ররাই নির্ব্বাচন করে। পড়াশুনার সাথে ছাত্ররা মিলিয়া মিশিয়া সাহিত্য ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষার সহিত ক্রীড়ার যেমন যোগাযোগ, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্র সংসদের সম্পর্ক রহিয়াছে।

শুধু পড়াশুনায় ছাত্রদের মানসিক সম্পূর্ণতা ঘটে না। সেইজন্য ছাত্র সংসদের মাধ্যমে কবিতা, প্রহসন, নাটক, হাতের লেখা মেগাজিন ও পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া ছাত্রদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা দরকার।

ছাত্র সংসদের মাধ্যমে ছাত্ররা পরস্পরের অভাব অভিযোগ জানিতে পারে এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

ছাত্রসংসদ শুধুমাত্র ছাত্রদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে না। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যে একটি গভীর অক্ষুণ্ণ সম্পর্ক আছে, তাহাকে আরও গভীরতর করিয়া তোলে।

ভ্রমণ

শীঘ্র এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে বিমানে যাতায়াত করিতে হয়। বিমানে যাওয়া খুবই ব্যয়সাধ্য। বহুদূরে যাইতে হইলে ট্রেন ভ্রমণে লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেদিক হইতে বিমানে যাতায়াত করা আরামদায়ক। দিল্লীতে সকালে প্রাতঃরাশ করিয়া দশটা নাগাদ বোম্বাই পৌঁছানো যায়।

আজ তোমাদের ভ্রমণ এবং তৎসঙ্গে যানবাহন সম্বন্ধে বলিব।

শহর এবং গ্রাম হইতে লোক বহু দূরে দূরে আত্মীয়-স্বজন এবং মিত্র সন্দর্শনে ভ্রমণে বাহির হয়। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে আমরা সাধারণতঃ পদব্রজে যাই। সামান্য দূরে যাওয়ার জন্য সাইকেল ব্যবহার করা হয়। গাঁয়ের লোকেরা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাতায়াত করে! অনেক লোক একসঙ্গে যাইতে হইলে রেলে ভ্রমণ সুবিধাজনক।

শহরের লোকেরা স্কুটার, রিক্সা বা ট্যাক্সিতে যাতায়াত

করে। বেশী দূরে যাওয়ার জন্য ট্রেনে ভ্রমণ করে। ট্রেনে বাথরুম, প্রস্রাব এবং পায়খানার ব্যবস্থা আছে। দ্রুত যাইতে হইলে বিমানে যাওয়া হয়।

আর অতীতযুগে লোকে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিত। লোকের পরিবহন সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যান বাহন ব্যবহার করিত। হাজার বৎসর ধরিয়া লোকে ঠেলাগাড়ী এবং রথ ব্যবহার করিত। সেই ভ্রমণে নানা অসুবিধা ছিল। যেমন চোর, ডাকাত, জন্তু জানোয়ারের হাতে প্রাণ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত।

আজ হইতে দেড়শ বছর আগে লোকে বাষ্পীয় যানের আবিষ্কার করে। তেলের সাহায্যে গাড়ীর ইঞ্জিন চলিতে শুরু করিল। রেল গাড়ীর রাস্তা এবং মোটর চলার পাকা রাস্তা বানানো হয়। লোকে দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কারের জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। আজ হইতে ৪০ বছর পূর্ব্বে লোকে বিমানের আবিষ্কার করে।

আমাদের সময় স্বল্প—তাই অযথা সময় নষ্ট না করিয়া এমন যানবাহন ব্যবহার করা উচিত যাহা অল্প সময়ে আমাদিগকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিবে।

অনুশীলনী

বিমান সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যানবাহন। অতীতকালে লোকের পক্ষে ভ্রমণ করা বড় কঠিন ছিল।

প্রশ্ন—

যানবাহনগুলির নাম লিখ।

দুর্ঘটনা এড়াইবার উপায়

দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কতগুলি নিয়ম পালন করা উচিত। এই সকল নিয়ম পালন করিলে

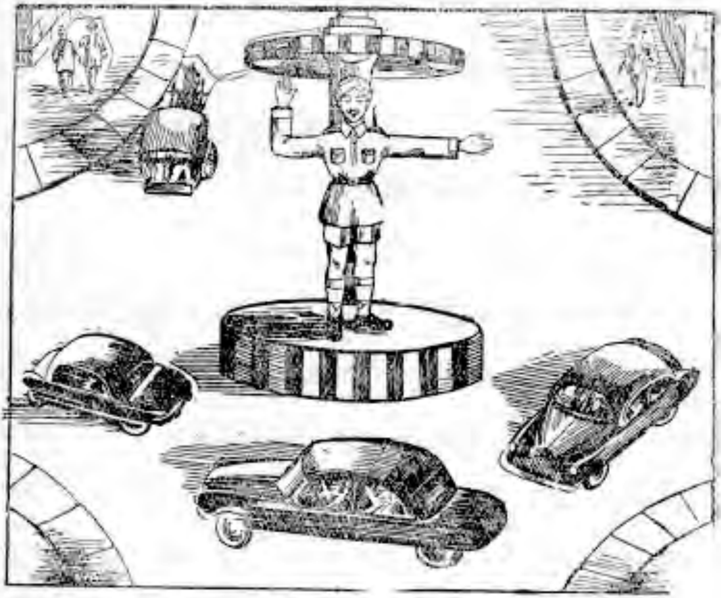

সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর ঃ—

(১) সর্ব্বদা নিজের বাম পাশে চলিবে।

(২) পথচারীদের ফুটপাথের উপর দিয়া চলা উচিত।

(৩) চলার সময় সোজা সামনের দিকে তাকাইয়া

চলিবে। রাস্তার এপাশ বা ওপাশের বিজ্ঞাপন বা ভীড় দেখিয়া চলিবে না। কখনও অন্য চিন্তায় মশগুল থাকিয়া চলিও না। কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে যানবাহনের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাস্তা পার হওয়ার সময় দুদিক দেখিয়া চলা প্রয়োজন।

(৪) চৌরাস্তার পুলিসের নির্দ্দেশ ছাড়া চলিবে না। রাস্তার উপর দিয়া চুন দিয়া যে দাগ কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহার মধ্য দিয়া পথচারীদের রাস্তা পার হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ব্বে চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশ দাঁড়াইয়া লোকদের রাস্তা পারাপার নিয়ন্ত্রণ করিত, বর্ত্তমানে চৌরাস্তার চারি কোণে আলোর সাহায্যে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রন করা হয়। লালবাতি জ্বলিলে মনে করিতে হইবে যে আমাদের আসিবার জন্য বলা হইতেছে, কমলালেবুর রং জ্বলিলে মনে করিতে হইবে যে অনতিবিলম্বে সবুজ বাতি জ্বলিবে—অর্থাৎ পার হওয়ার অনুমতি পাওয়া যাইবে। রাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে চলাচলে একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

সাইকেল যাত্রীদের কতগুলি নিয়ম অবলম্বন করা উচিত ঃ—

রাত্রে বাতি এবং ঘণ্টা লইয়া যাওয়া উচিত। সাইকেলে কখনও দুজন চলা উচিত নহে। রাস্তার একদিকে শুধুমাত্র সাইকেলারোহীদের চলার পথ থাকে। তাহাদের সেই পথটুকু ব্যবহার করা উচিত।

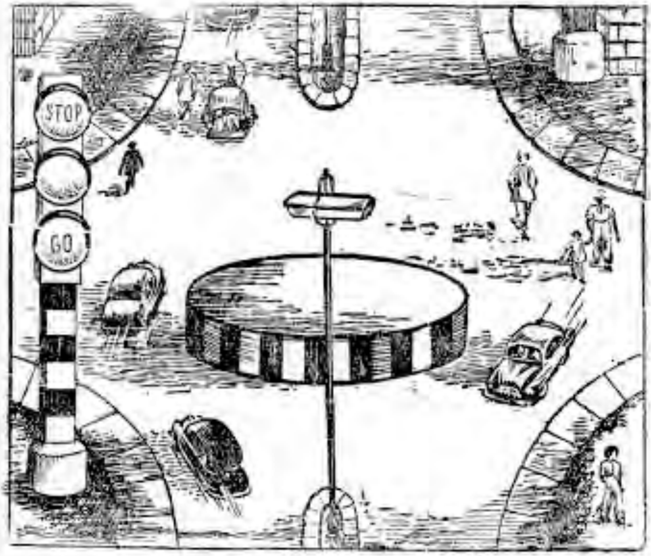

বাসে চলিতে গেলে কখনও হাত জানলার বাহিরে রাখিবে না। বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিবে না। চলন্ত বাসে উঠানামা করা অনুচিত। বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো উচিত নহে।

রাস্তায় চলাচলের এই নিয়মগুলি আমাদের উপকারের জন্য। সুতরাং এগুলি পালন করা আমাদের কর্তব্য।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্তসার—

যানবাহন এবং রাস্তায় চলার নিয়মগুলি আমাদের উপকারের জন্যই।

রাস্তায় চলার নিয়মগুলি বল।

গ্রাম ও শহর

গ্রামের মধ্যে শহরের মত ভীড় নাই। গ্রামের ঘরগুলি ছোট ছোট এবং মাটির তৈরী। গাঁয়ে শহরের মত জলের কল নেই। কুয়ো, পুকুর বা নদীর জল গাঁয়ের লোকেরা ব্যবহার করে। বর্ষাকালে নদীর জল যাহাতে প্লাবনের সৃষ্টি না করিতে পারে, তাহার জন্য মাটির বাঁধ তৈয়ারী করা হয়।

গ্রামের চারিদিকে সবুজ ক্ষেত। তাহারই আশেপাশে গৃহপালিত পশুগুলি চরিয়া বেড়ায়। গাঁয়ের পাশে জঙ্গল থাকে। গ্রামের রাস্তা সাধারণতঃ কাঁচা হয়। গাঁয়ের রাস্তা প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অন্য গ্রামের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে।

গ্রামে আমাদের মন্দির ও মসজিদ আছে। সেখানে প্রাইমারী স্কুলে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। সেখানে হাসপাতাল, ডাকখানা, পঞ্চায়েত সভাগৃহ এবং কিছু কিছু দোকান আছে।

শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস। শহরে পাকা দালান

—কোনগুলি তিনতলা, চার চার তলা। শহরে একটি দুটি নয়, শত শত বাজার আছে। শহরের রাস্তায় এবং বাজারে এত ভীড় যে, লোকের কাঁধে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা আছে। রাস্তায় এবং গলিতে বাতির উজ্জ্বল আলোকে সব ঝলমল করে। সহরে টাঙ্গা, মোটর রিক্সা, স্কুটার, ট্রাম, ট্যাক্সি এবং বাস যাত্রীদের বহন করিয়া শহরের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। ছোট ছেলেমেয়েদের খেলিবার জন্য পার্ক, উপাসনার জন্য মন্দির, মসজিদ এবং গীর্জা আছে। জায়গায় জায়গায় সিনেমা হল আছে। রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। বাস ট্রামের ডিপো আছে। কারখানা আছে। দিল্লীতে শত শত অফিসগৃহ আছে। হাজার হাজার লোক ওখানে কাজ করে।

হাজার বৎসর পূর্ব্বে

বাবা—তোমরা শহর সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান লাভ করিয়াছ, কিন্তু তোমরা কি জান কি করে শহর এবং গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে ?

কমলা—বাবা, আপনি বলেছিলেন যে পুরাতন যুগে লোকে জঙ্গলে বাস করিত ?

বাবা—সেটা সত্যি কথা। তবে এখন লোকে ক্ষেত খামার করিয়া ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া পশু পালন করিয়া জীবন ধারণ করে। নিজেদের মধ্যে তাহারা কাজকর্ম ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। কেউ বাসন পত্র তৈরী করিল, কেউ ক্ষেতখামার কেউ বা কাপড় বুনিতে লাগিল। জঙ্গল কেটে ঘর বানাইয়া বাস করিতে লাগিল। একটি ঘর হইতে দুইটি, পাঁচটি এবং হাজার ঘর তৈরী হইতে লাগিল। শত সহস্র ঘর একত্রিত হইয়া একটি গ্রামের পত্তন হইল। লোকে তৈয়ারী জিনিষ বেচিতে লাগিল—খরিদ্দার কিনিয়া লইল। এইভাবে বাজারের উৎপত্তি হয়। ধীরে ধীরে শহরের পত্তন হইল। যেখানে ঘরের সংখ্যা

কম তাহাই গ্রাম এবং যেখানে ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল সেখানে শহর রূপ নিল। গ্রামের জীবন-যাত্রা সরল। সেখানে পুকুর, বাজার ঘর বাড়ী তৈয়ারী হইতে লাগিল।

শহর এবং গ্রাম অবশ্য পরস্পর নির্ভরশীল। একে অপরের সাহায্য বিনা চলিতে পারে না। শহরের লোকদের কাপড় চোপড়, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির জন্য গ্রামের লোকদের উপর নির্ভর করিতে হয়। তেমনি, গ্রামের লোকদের শহরের লোকদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

অনুশীলনী

কি ভাবে গ্রাম এবং শহরের পত্তন হইল? গ্রাম এবং শহর কিভাবে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল।

"সমাপ্ত"